দৈনিক বাংলা

৩৫৬



তারিখ ... ৩/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ২

# ঢাকার কলেজগুলোতে প্রকট ছাত্র ভর্তি সমস্যা

॥ সুনীল ব্যানার্জি ॥

প্রথম বিভাগে ভালো নম্বর নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেও হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী রাজধানীর নাম করা কলেজে এবার ভর্তি হতে পারেনি ভালো রেজাল্টের অধিকারী এসব ছাত্র-ছাত্রী এখন সাধারণ কলেজে ভর্তির জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমস্যা সবচেয়ে বেশী।

প্রথমে বলা যাক ঢাকা কলেজে ভর্তি সমস্যার কথা। এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র ৩শ ৭৫টি সিটের জন্য দরখাস্ত পড়েছে প্রায় ২১ শ'। এর মধ্যে স্টার মার্ক পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩শ' ৫২ জন। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দরখাস্তকারীকে অবশ্যই প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং কমপক্ষে ৬৫০ নম্বর পেতে হবে বলে কলেজ থেকে বলা হয়েছিল। কিন্তু দরখাস্তকারীদের অনেকেই রয়েছে যারা ৪টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও এই কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।

জানা যায় যে, ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ স্টার মার্ক পাওয়া ৩শ' ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কোন রকম ইন্টারভিউ ছাড়াই কলেজে ভর্তি করে নিয়েছে। বাকী ২৩টি আসনের জন্য উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক ইন্টারভিউ নিয়ে আরো ৭৬ জনকে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া, পাঁচজনকে রাখা হয়েছে ওয়েটিং লিস্টে। এবার অতিরিক্ত ৪৩ জনকে নেয়া হল।

এই কলেজে প্রথম বর্ষের বাণিজ্য ও কলা বিভাগে ২শ' করে মোট ৪শ সিটের জন্যে দরখাস্ত পড়েছে যথাক্রমে ৪শ' ৪৫ ও ২শ' ৫০টি। বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির জন্যে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পাসসহ শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর প্রাপ্তরা দরখাস্ত করতে পারবে বলা হয়েছিল। আর বলা হয়েছিল দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কেউ দরখাস্ত করতে পারবে। কিন্তু উভয় বিভাগে আবেদনকারীদের মধ্যে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে প্রথম বিভাগে পাস করা। এদের মধ্যে বাছাই করে উভয় বিভাগে ৪শ' ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বেশী ভর্তির দরখাস্ত পড়েছে নটারডেম কলেজে। এখানে তিনটি বিভাগে মাত্র ১ হাজার সিটের জন্য দরখাস্ত পড়েছে আট হাজারেরও বেশী। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ইচ্ছুকদের সবচেয়ে কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীতে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

# ছাত্র ভর্তি সমস্যা

(১ম পৃঃ পর)

উত্তীর্ণ হতে হবে বলা হয়েছিল। এ ছাড়া, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে কেবল মাত্র দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনটি বিভাগে আবেদনকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্র। এদের মধ্যে স্টার মার্ক পাওয়াদের সংখ্যা প্রায় তিন শ'।

একই অবস্থা হলিক্রস কলেজে। এখানে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে মোট সিটের সংখ্যা তিন শ'। কিন্তু সিট সংখ্যার প্রায় দশগুণ দরখাস্ত পড়েছে। দরখাস্তকারী ছাত্রীদের ন্যূনতম যোগ্যতা প্রথম বিভাগ এসএসসি পাস বলা হলেও স্টার মার্ক ও ৪/৫টি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগ পাস করা ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ'। এদের মধ্য থেকে বাছাই করে ৩ শ' ছাত্রীকে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

ইডেন গার্লস কলেজে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে ১ শ' ৭৫ সিটের জন্যে দরখাস্ত পড়েছে ৩ শ' ৮০টি। এই বিভাগে ভর্তিইচ্ছুদের ন্যূনতম যোগ্যতা সাদামাটা প্রথম বিভাগ পাস বলা হলেও, ৩/৪টি লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগ পাস করেছে এমনি ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ শ'। কলা বিভাগের ক্ষেত্রেই তাই। এই বিভাগে সাড়ে ৪ শ' সিটের জন্য দরখাস্ত পড়েছে প্রায় ৭ শ। এখানে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের দরখাস্ত করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিভাগে পাস করা আবেদনকারীর সংখ্যাই ছিল অনেক।

বদরুন্নেছা কলেজে শতকরা ৬৫ ভাগ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রীদের দরখাস্ত করার অনুমতি দেয়া হয়। সেখানে স্টার মার্ক পাওয়া দরখাস্তকারীর সংখ্যা ছিল ডজনখানেক। এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে আড়াই শ। সিটের জন্য দরখাস্ত করেছে প্রায় ৪ শ জন। আর কলা বিভাগের তিন শ' সিটের জন্য সোয়া চার শ' ছাত্রী দরখাস্ত করেছে।

একই ধরনের ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে রাজধানী ঢাকার তীতুমীর কলেজ, জগন্নাথ কলেজ মহাবিদ্যালয় ও শেরে বাংলা কলেজসহ প্রায় প্রতিটি অপেক্ষাকৃত নামকরা কলেজে। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা দেখা দিয়েছে রাজধানীর বাইরে থেকে আসা ভালো রেজাল্ট করা ছাত্রীদের। এরা এক বুক আশা নিয়ে রাজধানীতে এসেছিল নামকরা কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে বলে। কিন্তু আগত ছাত্রীদের অধিকাংশই এসব নামকরা কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। আর যারা ভর্তি হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই পায়নি হোস্টেলে সিট। বলা বাহুল্য যে, হলিক্রস, ইডেন ও বদরুন্নেছা—এই তিনটি নামকরা মহিলা কলেজে যে কজন ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে তার অর্ধেকও সিট নেই হোস্টেলে। ছাত্রদের বেলায় প্রায় একই রকম অবস্থা।

যেসব ছাত্রছাত্রী ভালো রেজাল্ট করেও নামকরা কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারেনি তাদের সংখ্যা কমপক্ষে ৭/৮ হাজার হবে। এরা এখন সাধারণ কলেজে ভর্তির জন্যে ছুটোছুটি করছে। করছে চেষ্টা তদ্বির। কেননা, এর মধ্যে রাজধানী ঢাকার নামকরা সব কটি কলেজে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বেশীর ভাগ কলেজে ভর্তির জন্যে যারা মনোনীত হয়েছে তাদের তালিকা টানিয়ে দিয়ে আজ/কালের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে বলেছে। এদিকে বোর্ড থেকে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সব কটি কলেজে ভর্তি সর্বশেষ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় যারা ভর্তির জন্যে এখনও কোন কলেজে মনোনীত হয়নি তারা বিষণ্ণ বদনে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে ছুটোছুটি করছে। এ পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীর অবস্থা কি করুণ তা আর বলার অবস্থা রাখে না।

উল্লেখযোগ্য যে, চলতি বছর দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ড থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এখান থেকে কেবলমাত্র প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার।